সংবাদ

তারিখ 11 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা : শনিবার ২৮ বৈশাখ ১৪২০
Dhaka : Saturday 11 May 2013

সম্পাদকীয়

কওমি মাদ্রাসাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে

ধর্ম-রক্ষার নামে ব্যাপক হারে নাবালক কোমলমতি শিশু-কিশোরকে ব্যবহার করছে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও হেফাজতে ইসলামের মতো সংগঠনগুলো। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনুমতি নেয়ারও ধার ধারছে না সংশ্লিষ্টরা। রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাধা করতে মাদ্রাসা শিক্ষকরা ছাত্রদের বেত্রাঘাত ও পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার ভয় দেখায়।

গত ৫ মে-হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ ও সমাবেশ এবং এখান থেকে গোটা মতিঝিলপাড়ায় যে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল, তাও এভাবেই ভয়ভীতি দেখিয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের ঢাকায় এনে জড়ো করা হয়েছে মাদ্রাসার বড় হুজুরের নির্দেশে। যেতে হবে শাপলা-চত্বরে। না গেলে উপায় নেই। দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আখেরাতের শাস্তি জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো। সাপের কামড়ে কবরে আজাব হবে। পুলসিরাতের পুল পার হওয়াও যাবে না। এমন ভয়ানক শাস্তির কথা শোনানো হয় মাদ্রাসা ছাত্রদের।

এর পরও যারা ঢাকা যেতে রাজি হয়নি, তাদের কড়া রোদের মধ্যে চিৎ করে সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়। ওরা যখন সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করছিল তখন অন্য ছাত্রদের ডেকে এনে শাস্তির নমুনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য বলা হয়। অন্যরা ভয়ে তখন রাজি হয়েছে শাপলা চত্বরে যেতে। এভাবেই ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী মাদ্রাসার কিশোরদের ঢাকায় জড়ো করা হয়েছিল। কোমলমতি দরিদ্র এ কিশোরদের বয়স, জ্ঞান, বুদ্ধি কোন কিছুরই বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি। আমলে নেয়া হয়নি ওদের আকুতি-মিনতি।

৫ মে হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ ও শাপলা চত্বরে সমাবেশের পেছনে এ ধরনের হেফাজত সমর্থক কওমি মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিষ্ঠুরতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে সংবাদসহ সহযোগী একটি দৈনিক গত বৃহস্পতিবার। এমনকি বাবা-মাকে না জানিয়ে তারা ছাত্রদের জোর করে ঢাকা নিয়ে এসেছে। এদের দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। পরবর্তীতে পুলিশি প্রতিরোধে এদের মধ্যে দুয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলে, তাদের মৃতদেহ বাবা-মার কাছে নিয়ে যাওয়ার পর তারা তখন জানতে পারে যে তাদের ছেলে ঢাকা গিয়েছিল। ইতোমধ্যে মৃতদেহ বহনকারী শিক্ষক নামধারী রাজনৈতিক মোল্লারা ওখান থেকে সটকে পড়েছে।

হেফাজতে ইসলামের সমর্থক কওমি মাদ্রাসা শিক্ষকদের এ ধরনের ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর ভূমিকার নিন্দা করা ছাড়া এর কোন বিকল্প কিছু থাকতে পারে না।

কোমলমতি কওমি মাদ্রাসা ছাত্রদের এ ধরনের মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করার মধ্যযুগীয় বর্বরতা বন্ধ করতে হবে। আর এ কাজটি সরকারকেই অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে হবে। মাদ্রাসাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিশু-কিশোরদের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো মাদ্রাসার অঙ্গনও রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষকদেরও কোন দলীয় রাজনীতি কিংবা ধর্মীয় সংগঠন থেকে দূরে থাকতে হবে। রাজনীতি প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাশাপাশি কওমি মাদ্রাসার যতই বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকুক, তারপরও তা কখনই দেশের কোন ধরনের রেগুলেটরি ব্যবস্থার বাইরে থাকতে পারে না। বস্তুত এসব মাদ্রাসা জঙ্গি তৈরির কারখানা হিসেবে কাজ করছে। আমাদের জঙ্গি তৈরির কোন কারখানার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং কওমি মাদ্রাসাও সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে এবং তা করতে হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে।

একই সঙ্গে এ যে ঢাকা অবরোধ ও শাপলা চত্বরের সমাবেশে যারা কোমলমতি ছাত্রদের ঢাকায় যেতে বাধা করেছে নানাভাবে, তাদেরও এ মুহূর্তে শাস্তি নিতে হবে। ধর্ম থাকবে ধর্মের জায়গায়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন মিশ্রণ বা মিথস্ক্রিয়া থাকতে পারে না। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকদেরও কোন ধরনের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না। যেমন শিশু-কিশোরদের বা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা নেই। থাকলে সেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। শিক্ষকদের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা সমাজের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কওমি মাদ্রাসা দেশ, সমাজ ও দেশের আইন-কানুনের ঊর্ধ্বে নয়। থাকতে দেয়া ঠিক হবে না।